যুগান্তর

তারিখ ... 2 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিকের ফল নয়ছয়ের শাস্তি কী?

মো. সিদ্দিকুর রহমান

আগামী প্রজন্মের শিশুরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এ প্রত্যাশা সবার। ঠুনকো অহমিকা ও নৈতিক অবক্ষয়ের পরিবেশে রেখে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা। বড় বড় পাসের জন্য শিক্ষকদের পরীক্ষার হলে বলে দেয়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এটি যে অনৈতিক কাজ তা শিক্ষক-অভিভাবকরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের মনে ভাবনা জন্মাচ্ছে, এ কি শিক্ষক, না নকলের জোগানদাতা! শিক্ষক-অভিভাবকরা হারাচ্ছেন তাদের প্রাপ্য সম্মান। এতে শিশু মনে জন্ম নেয় ঘৃণা। একটু বড় হলে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ড। তখন আমরা একযোগে এসব অপকর্মের নিন্দা করে থাকি। আসলে কতিপয় শিক্ষক কোনটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক কাজ তা গুলিয়ে ফেলেছে। তারা শিশুদের জ্ঞানার্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় পরীক্ষায় যে কোনো উপায়ে বড় বড় পাস নেয়ার ওপর।

সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুর থানা শিক্ষা অফিসার সম্পর্কে সাতটি স্কুলে ফল নয়ছয় করে মেধাবৃত্তি প্রদানের খবর প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে। ওই কর্মকর্তা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে মতিঝিল থানার প্রধান পরীক্ষকদের কাছে একাধিকবার ধরনা দেন নম্বর ফর্দ ও খাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য। এর আগে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে কুমিল্লার তিতাস ও বুড়িচং উপজেলায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার 'উত্তরপত্র জালিয়াতি' সম্পর্কে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্রে টেম্পারিং করে নম্বর বৃদ্ধির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও স্কুলকে শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটি স্কুল এবং এক পরীক্ষককে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০১৭-এ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও স্কুলের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রদান করা এক অভিযোগে। অভিযোগে দাবি করা হয়, ফল পরিবর্তনের এ ঘটনা কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পৃথক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে মামলা এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। পাশাপাশি ওই ৩২ পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখার নির্দেশও দেয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা তো নেয়া হয়ইনি, বরং ওই ৩২ পরীক্ষার্থীর ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় তিতাস ও বুড়িচং উপজেলার সচেতন শিক্ষক-অভিভাবক ও সুশীল সমাজ তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা মনে করে, এভাবে চলতে থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবর্তে অবনতি হবে। এর ফলে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়বে। তাই এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু যারা দোষীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদেরও দ্রুত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।

কতিপয় শিক্ষক ও কর্মকর্তার বোধশক্তি লোপ পাওয়ায় নৈতিক অবক্ষয় আজ চরমে পৌঁছেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রসাতলে যাবে।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহবায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir@gmail.com